যায়যায়দিন

তারিখ 14 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

রাবিতে ধরা পড়েছে ভর্তি জালিয়াত চক্র

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সংবাদদাতা

ফলো আপ

প্রতি বছরই রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি জালিয়াতির কোনো না কোনো খবর পাওয়া যায়। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জালিয়াতি ঠেকাতে নানা কৌশল নিয়ে থাকে। কিন্তু কোনোবারই এ জালিয়াত চক্রকে ঠেকাতে পারে না। তবে এবার ধরা পড়ে গেল হোতাদের কয়েক সক্রিয় সদস্য। মঙ্গলবার পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়া জালিয়াত চক্রের সক্রিয় সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেনকে পুলিশে দেয়া হয়েছে। জাহাঙ্গীরসহ আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে মতিহার থানায়। এতে বাদী হন প্রক্টর ড. এনামুল হক নিজেই। জানা গেছে, প্রতি বছর ছবি পরিবর্তন করে প্রক্সি দেয়াসহ বিভিন্ন টেকনিকে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষার সময় সক্রিয় থাকে জালিয়াত চক্রের সদস্যরা। এবার জালিয়াতি রোধে ইউনিভার্সিটি প্রশাসন ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিলেও তা শনাক্ত করার কোনো টেকনলজি না কেনায় আগের বছরগুলোর মতোই আশঙ্কা করা হচ্ছিল, এবারো তৎপর থাকতে পারে ওই চক্র। মঙ্গলবার প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশের ভূমিকায় অনেকটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে জালিয়াত চক্রের ঠিকুজি।

প্রক্টর ড. এনামুল হক জানান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে গেলে ওই চক্রের একজনকে প্রথমে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে ওই চক্রের আরো তিন সদস্য ধরা পড়ে। চক্রটি পাচ বছর ধরে এ ক্যাম্পাসে জালিয়াতি করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাচ্ছে বলে জানা যায়।

যেভাবে জালিয়াতি করে তারা

ভর্তিচ্ছুরা ফরম জমা দিয়ে প্রবেশপত্র দিয়ে দেয় চক্রের মূল হোতাদের হাতে। সেই প্রবেশপত্রের ছবি পরিবর্তন করে তাতে ভাড়া করা এক্সপার্টের ছবি লাগায়। মূল ভর্তিচ্ছুর ছবিতে বিভাগ ও সভাপতির সিল থাকলেও নকল ছবি লাগানোর পর ওই আদলে সিল বানিয়ে তা ব্যবহার করে তারা। মঙ্গলবার আটক জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ কয়েকটি বিভাগের বিভাগীয় সিল, বিভিন্ন বিভাগের ভুয়া প্যাড, একটি এটিএম কার্ডসহ বেশ কয়েকটি ভুয়া মার্কশিট উদ্ধার করে পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে জালিয়াতি কাজে এসব ব্যবহার করা হতো বলে সে স্বীকার করে। ছবি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সে মূল ভর্তিচ্ছুর পুরো ছবি না তুলে সে ছবির ওপরের পাতলা অংশ তুলে সেখানে পরিবর্তিত ছবি লাগিয়ে দেয়। এরপর সে নিজে অথবা তার ভাড়া করা এক্সপার্টরা পরীক্ষায় অংশ নেয়া শেষে আবার প্রবেশপত্রে মূল ভর্তিচ্ছুর ছবি লাগানো হয়। এরপর উত্তীর্ণ হয়ে বিভাগে সাক্ষাৎকারে অংশ নেয় মূল ভর্তিচ্ছু। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে ঘরে বসে রাবির এ চক্রটি ভর্তি করিয়েছে অনেক ছাত্রকে।